দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN: 22 1999
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৫

462

সিনেটে গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন বিতর্ক ॥ ঢাবি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ২৫ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্য প্রদান করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের লিখিত বক্তব্যে জানায়, ঢাকার বাইরের নির্বাচনের ফল যাতে ঢাকা কেন্দ্রের ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলতে না পারে সে জন্য সকল কেন্দ্রের ভোট একই সঙ্গে ঢাকায় গণণা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সর্বসম্মত এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় উপাচার্যের সভাপতিত্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী তিন পরিষদের প্রতিনিধিদের সভায়। সে সভায় ভোট প্রদান এবং তার পর

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

সিনেটে গ্র্যাজুয়েট (১২-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রদত্ত ভোটগুলো সিলগালাকরে কিভাবে ঢাকাতে আনা হবে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত সিদ্ধান্ত হয়।

সর্বসম্মত এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ৬ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করার পর ১৭ জুন থেকে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে এবং শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভোট গণণা শুরু হয়। ঢাকার বাইরের সিলগালাকৃত ব্যালট পেপারগুলো ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার সকল প্যানেলের প্রতিনিধি ও প্রার্থীদের উপস্থিতিতে খুলে গণণার জন্য স্ক্রুটিনিয়ারদের টেবিলে দেন। তার পর সকলের উপস্থিতিতেই ভোট গণণা শুরু হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের নির্বাচনেও ঢাকার এবং বাইরের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট একই প্রক্রিয়ায় গণণা করা হয়েছিল।

ভোট গণণার প্রক্রিয়া সকাল ৯টা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার দিকে ভোট গণণা প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়ে যায়। এ সময় থেকে প্রিসাইডিং অফিসারদ্বয় স্ব স্ব কেন্দ্রে টেবুলেশন শুরু করেন। এ সময় লক্ষ্য করা যায়, প্রাথমিক ভোট গণণার শেষ পর্যায়ে কিছু কিছু প্রতিনিধি ও প্রার্থী বিভিন্ন টেবিলে ঘুরে ঘুরে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা জানতে পারেন এবং ঐ সময় তাঁদের মধ্যে বলাবলি হতে থাকে যে একটি প্যানেলের সকল প্রার্থী এগিয়ে গেছে। একটি 'প্যানেল'-এর প্রার্থীদের অগ্রগামিতা লক্ষ্য করে অন্য প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উত্তপ্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তখন কারণে-অকারণে আপত্তি, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় এবং একপর্যায়ে প্রিসাইডিং অফিসারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হৈ চৈ করা হয় এবং তাঁর টেবিলের মাইক ভেঙ্গে ফেলা হয়। সে সময় প্রিসাইডিং অফিসার শান্ত থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপস্থিত প্রার্থী ও প্রতিনিধিদের সামনে তাঁর মতামত দেন। এ সময় একটি ছাত্র সংগঠনের কিছু নেতা ভোট গণণা কক্ষে প্রবেশ করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে জানায় যে তারা এজেন্ট হিসারে এসেছে। সেখানে ঢুকে তারা প্রিসাইডিং অফিসার সম্পর্কে কটূক্তি ও অশোভন বক্তব্য প্রদান করতে থাকে। উপাচার্য মহোদয় তাদেরকে নিবৃত করার জন্য সেখানে আসেন। এক ছাত্র তখন উপাচার্য সম্পর্কেও অশোভন উক্তি করে। তখন আশপাশে উপস্থিত প্রাক্তন ছাত্র ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ উক্ত অশালীন ছাত্রের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এ সময় একটি ছাত্র সংগঠনের এক কর্মী দৌড়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। উপাচার্য তখন মাইকে সকলকে শান্ত থাকার অনুরোধ করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এর পরও এজেন্ট এবং প্রার্থীদের উপস্থিতিতে স্ক্রুটিনিয়ারগণ নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যান। একপর্যায়ে কেন্দ্রে কয়েক নেতৃস্থানীয় প্রার্থীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলে উপাচার্য তাঁদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে কেন্দ্রে আসার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁরা উপাচার্যের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে আসেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে এ ধরনের সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। --বিজ্ঞপ্তি।